খবরের পিছনের খবর
রতন শিকদার

সকাল থেকে টিভির বাতাস চ্যানেলে চলেছে রোমহর্ষক দৃশ্যের সাথে ধারা বিবরণী। বাঁকুড়া জেলার প্রত্যান্ত গ্রাম শালপুর। সেখানকার প্রাচীন রাজবাড়ির দৃশ্য রাজবংশের বর্তমান প্রজন্মের নারী-পুরুষের উৎকন্ঠিত মুখের ছবি আর তার সাথে উদ্ধারকারীদলের মেম্বারদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি দৌড়াদৌড়ি। তিনতলার ছাতে আটকে-পড়াদের এখনও ক্যামেরার চোখে দেখতে পাচ্ছে না।

স্টুডিও – হ্যাঁ মৌটুসি। মৌটুসি শুনতে পাচ্ছো?

মৌটুসি – হ্যাঁ পিয়ালি, বলো।

স্টুডিও – তুমি বলো এই মুহূর্তে উদ্ধারকাজ কতটা এগিয়েছে? ওদের কাছে কি খাবার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে? দর্শকরা উদগ্রীব। তুমি তাড়াতাড়ি আমাদের সব জানাও।

মৌটুসি – হ্যাঁ পিয়ালি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধারকারীরা ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। তিনতলার ছাত থেকে মই, নামাবার চেষ্টা করছে।

স্টুডিও – আমাদের ক্যামেরা কখন সেখানে পৌছবে?

মৌটুসি – এক্ষুনি ক্যামেরা ওপরে আসছে। আমি যেখান থেকে বলছি সেখান থেকে অভুক্ত শরীরের করুণ মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি।

সংখ্যায় ওদের পাঁচজনকে দেখতে পাচ্ছি। ওরা ভয়ে গুটিয়ে এক কোনে বসে আছে।

স্টুডিও – ধন্যবাদ, মৌটুসি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। একটু পরে আবার তোমার সাথে যোগাযোগ করবো।

এবার আসছি অন্য খবরে।

বাতাস চ্যানেলের দাবি তারাই একমাত্র চ্যানেল যারা প্রথম ওই ছবি লাইভ্ দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেছে। বাতাস –এর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী টিভি চ্যানেল 'অ' থেকে ঘটনার পিছনে জালিয়াতির গন্ধ পেয়েছে। পরদিনই তারা অনুসন্ধানীদল পাঠিয়েছে শালপুরে। তারা ওই খবরের ভিতরের খবর খুঁড়ে বের করে এনে ঠিক এক সপ্তাহ পরে প্রাইম টাইমে রহস্য-রোমাঞ্চ স্লটে প্রসারণ শুরু করে দিল। দুর্লভ কিছু ছবি আর ন্যাদা নামের এক ভ্যানচালকের সাক্ষাৎকার। তারই কিছুটা ভাষ্য পাঠককে উপহার দেওয়া হল।

অ থেকে : ন্যাদাবাবু তুমি নিজেই তাহলে কুকুরছানাগুলোকে ওখানে ফেলে দিয়েছিলে?

ন্যাদা – হ্যাঁ সার্। রাজবাড়ির ছোটকর্তা কলকাতা থেকে সেদিন ফিরে আমাকে বললেন, ন্যাদা তোর গেরামের লোকেরা কি চাস না আমাদের এই হারিতাজ না কি যেন বাড়িটা নিয়ে একটু হই চই হোক, লোকে জানুক এর ইতিহাস – ভূগোল? আমি বলনু তাতো চাই, কিন্তু আমাকে কী করতে হবেক?

অ থেকে : তারপর, বলে যাও।

ন্যাদা – ছোটকর্তা আমার হাতে পঞ্চাশের লোট ধরিয়ে দিলেয় গোপনে বললেন, তাদের বাগানে কুকুরের পাঁচটে ছানা আছে। আঁধার নামলে ওগুনোকে বস্তায় ভরে ওই তিনতলার ছাত থেকে ঝুলবারান্দার ছাতে ফেলে দিতে হবে। ওরা এখানে বড়ে থাকবে। তারপর তিনি নাকি কাকে কাকে খপর দিয়ে যা করার তা করবেন।

অ থেকে : -তো ধারীটা তোমাকে কামড়ে দিল না? ছানাগুলো অমন মরার মতোই বা পড়ে রইল কী করে? লাভ-ঝাঁপ করলো না কেন?

ন্যাদা – ধীরীটাকে তো মাংসের টুকরো দিয়ে দূরে নিয়ে গেনু। আর ওগুনোকে একটু আপিংগোলা দুধ খাইয়ে দিয়েছিনু। ব্যাস্ কাজ হাসিল। তারপর তো কী সব হল আপনেরা ছবিতেই দেখেলন সার্।